কোটচাঁদপুরে ১৪ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৪ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ মোঃ শারফিন ইসলাম (২৬) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

বুধবার (১৩ মে) ভোররাতে বলুহর বকুলতলা এলাকায় মোঃ ইনছান আলীর বাড়ির পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর থানার এসআই মোঃ মাসুম বেল্লা সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি চৌকস দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সন্দেহভাজন হিসেবে ওই যুবককে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে ১৪ পিস ইয়াবা ও ইয়াবা বিক্রির নগদ ২ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। আটক শারফিন ইসলাম বলুহর বকুলতলা এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে।

আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোটচাঁদপুর মডেল থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-১৩/০৫/২০২৬ খ্রি., ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১। তাকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এলাকায় মাদক নির্মূলে পুলিশের এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে নির্বাচনী ইশতেহারের সরকারি ব্রিফিং এড়িয়ে এনজিও

অনুষ্ঠানে ডিসি!

ঝিনাইদহে সদ্য যোগদান করা জেলা প্রশাসক নোমান হোসেনকে ঘিরে নতুন করে আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নানা বিষয়ে বিতর্কের মুখে থাকা এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এবার উঠেছে সরকারি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ।

বুধবার তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য অফিসের এই আয়োজনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হলেও বিস্ময়করভাবে সেখানে উপস্থিত হননি জেলা প্রশাসক নিজে। তার পরিবর্তে পাঠানো হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমানকে।

অভিযোগ উঠেছে, ব্রিফিং চলাকালীন সময়েই জেলা প্রশাসক তার কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। অথচ একই দিনে দুপুরে শহরের ফুডসাফারি মিলনায়তনে “রূপান্তর” নামের একটি এনজিওর অনুষ্ঠানে তাকে উপস্থিত দেখা যায়।

এ ঘটনায় সচেতন মহলে প্রশ্ন উঠেছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির চেয়ে কি একটি এনজিওর অনুষ্ঠান বেশি অগ্রাধিকার পেল? একজন জেলা প্রশাসকের কাছে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কি দ্বিতীয় সারিতে চলে গেল?

স্থানীয় সাংবাদিকদের একাংশ বলছেন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন নিয়ে আয়োজিত ব্রিফিং ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সেখানে জেলা প্রশাসকের অনুপস্থিতি শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, এটি দায়িত্ববোধ নিয়েও প্রশ্ন তোলে। বিশেষ করে তিনি যখন একই সময়ে অন্য একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেন, তখন বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে আলোচনায় আসে। দেশের অন্যান্যা জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

সেখানে সভাপতিত্ব করেন সেই জেলার জেলা প্রশাসক। অথচ ঝিনাইদহের অনুষ্ঠানটি করা হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে। জেলা প্রশাসক তো আসেননি উপরন্তু নামমাত্র কয়েক মিনিটের ব্রিফিং করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নামমাত্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে তিনিও চলে যান ওই এনজিওর অনুষ্ঠানে।

জেলার বিভিন্ন মহল মনে করছে, সদ্য যোগদান করেই এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্রশাসনের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সরকারি কর্মসূচিকে উপেক্ষা করে এনজিও অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে সমালোচনা।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন বলেন, ওই অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক থাকতে হবে এমন কোন নির্দেশনা নেই। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা থাকলেই হবে তাই আমি যায়নি।

ঝিনাইদহে হোটেল শ্রমিক যুবতীর লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ শহরের পাগলাকানাই এলাকার সাদাতিয়া সড়কের একটি ভাড়া বাসা থেকে খুশি খাতুন (১৯) নামের এক হোটেল কর্মচারী যুবতীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৩ মে) সকালে তালাবদ্ধ ঘর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত খুশি খাতুন সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার বাসিন্দা। সে পাগলাকানাই মোড়ের আন্তরিক হোটেল (সাবুর হোটেল নামে পরিচিত)’এ কাজ করতেন।

ভাড়া বাসার মালিক বেবি খাতুন জানান, গত ১ সপ্তাহ আগে এই বাসা ভাড়া নেন খুশি খাতুন। সোহাগ হোসেন নামের রিক্সা চালক তার স্বামী বলে দাবী করেন খুশি। মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে হোটেল থেকে কাজ শেষে স্বামীর সাথে বাসায় আসে। সকালে অনেক বেলা হলেও খুশি বের না হলে প্রতিবেশীরা ঘরে গিয়ে দেখতে পান বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগানো আর পেছনের দরজা খোলা।

তারা দরজা খুলে দেখতে পায় খুশির লাশ বিছানায় পড়ে আছে। পরে পুলিশে খবর দিয়ে তারা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। গলায় ওড়না পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে স্বামী পালিয়ে যায় বলে ধারনা করছে পুলিশ ও স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে

ময়নাতদেন্তর জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুতই আইনের আওতায় আনা হবে।

কোটচাঁদপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলায় নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার কোটচাঁপুর আদর্শ পাড়া রেলগেট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম রাকিব তার বয়স আনুমানিক ১৮ বছর। তিনি ওই এলাকার মোঃ আবু মুছার ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে দিকে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেন ওই যুবক। পরে বাড়ির লোকজন তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তবে ঠিক কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, সে বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কিছু জানানো যায়নি।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, “প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।”

ঝিনাইদহে অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সাঁতারের উদ্বোধন

ঝিনাইদহ জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০২৫-২০২৬ এর আওতায় (অনূর্ধ্ব-১৪) অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়াম মাঠে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র ও জার্সি বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

একই দিনে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের (অনূর্ধ্ব-১৪) উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অ্যাথলেটিকস প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ ও মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া অফিসার আমানুল্লাহ আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তারেক হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আহসানুজ্জামান ঝন্টু, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তোহিদুল ইসলাম সংগ্রাম, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের নির্বাহী সদস্য নাজিম উদ্দীন জুলিয়াস, প্রশিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, দর্শনার্থীবৃন্দ। মাসব্যাপী (২১টি সেশনে) সাঁতার প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

ঝিনাইদহে মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচলে হাইকোর্টে নিষেধাজ্ঞা

ঝিনাইদহে মহাসড়কে নছিমন, করিমন, আলমসাধু ও ব্যাটারিচালিত বিভিন্ন অবৈধ যানবাহনের চলাচল বন্ধে কঠোর অবস্থানে গেছে হাইওয়ে পুলিশ।

হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ঝিনাইদহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে এসব যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করে জরুরি ঘোষণা দিয়েছে আরাপপুর হাইওয়ে থানা। এ বিষয়ে মাইকিং করে এসব গাড়ি চালকদের সতর্ক করার ব্যবস্থাও গ্রহন করা হয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, ব্যাটারিচালিত নছিমন, করিমন, আলমসাধু, গ্রাম বাংলা,অটোটেম্পু ও ইজিবাইক চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য হতে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ-মাগুরা ও ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এসব যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।

আরও উল্লেখ করা হয়, মহাসড়কে অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোনো যানবাহন চলাচল করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যানবাহন জব্দ বা বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়,দীর্ঘদিন ধরেই এসব ধীরগতির ও ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন মহাসড়কে চলাচল করায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছিল। বিশেষ করে ব্যস্ত সড়কগুলোতে নছিমন-করিমন ও ইজিবাইকের কারণে প্রায়ই যানজট ও দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। এ অবস্থায় হাইওয়ে পুলিশের এমন উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সচেতন মহল।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি জাহানুর আলী বলেন,হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মহাসড়কে অবৈধ এসব যানবাহন চলাচল বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চালকদের সতর্ক করতে ইতোমধ্যে মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবৈধ যান চলাচল বন্ধ করতে পারলে সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে।

মহেশপুরে ফুফুর টাকা ছিনাতাইকারী ভাতিজাসহ, গ্রেপ্তার-৩

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সেলিনা বেগম (৫০) নামের এক নারীর ছিনতাই হওয়া ৬ লাখ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই নারীর ভাতিজা লিটনসহ আরও দুইজনকে। জব্দ করা হয়েছে দুটি মোটরসাইকেল।

সোমবার রাতে মহেশপুর উপজেলার আলাদা স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-উপজেলার জলিলপুর গ্রামে মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে লিটন শেখ (৪০), একই গ্রামের আইয়ুব হোসেন খান’র ছেলে আমিনুর রহমান খান (২৪) ও আব্দুর রহিম বিশ্বাসের ছেলে মোস্তফা জামান ওরফে বরকত বিশ্বাস (৪৭)। আটক লিটন শেখ ওই নারী সেলিনা বেগমের ভাতিজা।

পুলিশ জানায়, সোমবার মহেশপুর উপজেলার পান্তাপাড়া গ্রামের সেলিনা বেগম পার্শবর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলার জীববনগর থেকে এনজিওর ৬ লাখ টাকা নিয়ে ভাতিজা লিটন শেখের মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বিকাল ৪ টার দিকে মহেশপুরের পান্তাপাড়া ইউনিয়নের মথুরানগর গ্রামের দত্তনগর-জলিলপুর সড়কে পৌঁছালে দুইজন ছিনতাইকারী মোটরসাইকেলে এসে সেলিনা বেগমের হাত থেকে টাকাসহ ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনার পর টাকা উদ্ধারে অভিযান শুরু করে পুলিশ। বিভিন্ন স্থানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে একটি মোটরসাইকেল শনাক্ত করে তারা। সেই মোটরসাইকেলের সুত্র ধরে প্রথমে আমিনুর রহমানকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করে। পরে তার স্বীকারোক্তি মোতাকে আটক করা হয় সেলিনা বেগমের ভাজিতা লিটন ও মোস্তফা জামান ওরফে বরকত বিশ্বাসকে। উদ্ধার করা হয় ছিনাতাইয়ের ৬ লাখ টাকা।

মহেশপুর থানার ওসি মেহেদি হাসান বলেন, সেলিনা বেগমের ভাতিজা লিটন শেখ এই ছিনতাইয়ে মুল পরিকল্পনাকারী। লিটন ও শাওন বদ্দি এই পরিকল্পনা করে। তিনি আরও বলেন ৩ জনকে আমরা আটক করেছি। বাকি আসামীকেও দ্রুতই আটক করা হবে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দিয়ে

আটককৃতদের ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঝিনাইদহের ফুরসন্দি ইউনিয়ন আবারো উত্তপ্ত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়ন আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পূর্বের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হওয়ার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এতে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং যেকোন সময় বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

গত বছরের ২৮ এপ্রিল দিঘিরপাড় গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় প্রভাবশালী দু’পক্ষ। ওই দিন বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলা ও সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হন। ওই ঘটনায় মারা যায় দুইজন। এক বছর পর আবারো ওই ইউনিয়নের দোহাকুলা গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ।

জানা যায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দোহাকুলা গ্রামের যুবলীগ নেতা আবু সাঈদ শিকদার ও বিএনপি নেতা আব্দুল বারিক মোল্লার সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিলো। গত শুক্রবার বারিক মোল্লার সমর্থক সঞ্জয়ের ধানের জমির পানি আবু সাঈদ শিকদারের সমর্থক রোমেন মন্ডলের জমিতে প্রবেশ করলে এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার জেরে শনিবার সন্ধ্যায় টিকারী বাজারে আবু সাঈদের সমর্থক জাহিদুল, ওমর আলী, রোমেন মন্ডলসহ আরও কয়েকজন সঞ্জয়কে মারধর করে। এরপর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে পূর্ব বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সংঘর্ষের পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

যেকোন সময় আবারো বড় ধরনের রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছে স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদুজ্জামান বলেন, এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কোন প্রকার সংঘর্ষ বা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামে গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মোঃ রিদয় হোসেন
(২৮) নামে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে|

সে সলেমানপুর দিয়াড়েপাড়ার রফিকুলের ছেলে| রিদয় মায়ের সাথে মামার বাড়িতে থাকতেন| সোমবার (১১ মে) সকালে সলেমানপুর মল্লিক পাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে|

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রিদয় হোসেন সকালে হামিদ মল্লিকের একটি গাছে আম পাড়তে ওঠেন| আম পাড়ার একপর্যায়ে গাছের পাশ দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের ৩৩কেবি লাইনের তারের সাথে তার আম পাড়ার লগার স্পর্শ লাগে| এতে তিনি মুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে যান|

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর ¯ ^◌াস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়|এর পর অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়|

রিদয় হোসেনের এই অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে| স্থানীয়রা জানান, গাছের খুব কাছ দিয়ে বিদ্যুতের লাইন থাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে|

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন| যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তুতি চলছে|

হরিণাকুণ্ডুতে দৃষ্টি নন্দন লিচু বাগান, ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন কৃষক

যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুধুই লালচে রংয়ের লিচু আর লিচু, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে শুধু লিচুর থোকা। বাগানের দিকে তাকালে যেকারও এক দন্ড দাড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে।

বলছিলাম ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মোঃ মখলেছুর রহমানের লিচু বাগানের কথা। তিনি ৪৬ শতক জমিতে গড়ে তুলেছেন লিচু বাগান। পেঁকে যাওয়ার আগেই তিনি ১লাখ ৪০ হাজার টাকায় এক ব্যাপারির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন এই লিচু বাগানটি।

সোমবার (১১ মে) সকালে সরেজমিনে লিচু বাগান দেখতে গিয়ে কথা হলো, বাগান মালিক মখলেছুর রহমানের সাথে, মখলেছুর রহমান একই গ্রামের মৃত সমশের বিশ্বাসের ছেলে, তিনি বললেন প্রায় ১২ বছর আগে রাজশাহী, ঈশরদি এবং মেহেরপুর থেকে চাঁরা নিয়ে এই লিচু বাগান করেছিলাম, এখানে বর্তমানে গাছ আছে ৪৫টির মতো।

সব গাছে সমান ফল আসেনি ৪১টি গাছের লিচু তিনি বিক্রি করেছেন ১লাখ ৪০ হাজার টাকায়। খরচের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন এই চাষে তেমন কোন খরচ নেই বছরে একবার সার দিতে হয় আর একবার যখন ফুল আসে তখন ভিটামিন জাতীয় কীটনাশক স্প্রে দিলেই হয়।

এছাড়া ফল বড় হলে পাহারা দেওয়া ছাড়া অন্য তেমন কোন খরচ নেই। সবকিছু বাদ দিলেও বিঘা প্রতি বছরে ১লাখের উপরে লাভ করা সম্ভব। এই বাগানে চায়না, বোম্বাইসহ বিভিন্ন ধরণের হাইব্রীড লিচুর জাত রয়েছে বলে তিনি জানান।

এলাকার অনেক যুবক এই চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে লিচু বাগান করতে চাইলে, তাদের ক্ষেত্রে তিনি সহযোগীতা করতে চান বলে জানিয়েছে।

তিনি উচ্চ ফলনশীল জাতের কলমের চারাও তৈরি করেন এই বাগান থেকে। তার লিচুর চারা নিয়ে অনেকে লাভবান হয়েছে বলে তিনি জানান। তার এই বাগানে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে কোন ধরণের সহযোগীতা বা দেখভাল করা হয়না বলে তিনি জানিয়েছে।

এব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা কৃষি অফিসার এস এম তিতুমির বলেন এব্যপারে তিনি কখনো যোগাযোগ করেননি তবে ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা খোজ খবর রাখেন।